14-10-2022 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি ''বাপদাদা'' মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এই পড়াশোনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেবে। শরীর অসুস্থ হলে, এমনকি মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে এমন অবস্থাতেও ক্লাসে বসো, বলা হয় যে, জ্ঞান অমৃত মুখে আর শরীর ত্যাগ হলো"

*প্রশ্নঃ - কোনো কোনো বাচ্চাও বাবার থেকে বিমুখ করার নিমিত্ত হয়ে যায় - কখন এবং কিভাবে?

*উত্তরঃ - ভাই-বোনেদের নিজেদের মধ্যে রুষ্ট হয়ে ঈশ্বরীয় পড়াশোনা ছেড়ে দেয় আর গুরুর নিন্দক হয়ে যায়, তাদেরকে দেখে অনেকে বাবার থেকে বিমুখ হয়ে যায়। আজ ভালো পড়াশোনা করে কাল পড়া ছেড়ে দেয় তো অন্যদেরকে বলতে পারে না যে তোমরা পড়ো। এরকম বাচ্চারা উঁচু পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

*গীতঃ- জলসা ঘরে জ্বলে ওঠে ঝাড়বাতির শিখা ...

ওম্ শান্তি। গীতের অর্থ বাচ্চারা বুঝে গেছে - যারা এই গীত বানিয়েছে, তারা এর অর্থ জানেনা। দেখো কতো বেদ, শাস্ত্র, উপনিষদ বানিয়েছে, কিন্তু একজনও এর যথার্থ অর্থ জানে না। যথার্থ অর্থ না জানার কারণে সময় ব্যর্থ নষ্ট, টাকা-পয়সা ব্যর্থ নষ্ট করে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরা অনেক-অনেক মন্দির, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি বানিয়েছো। যজ্ঞ, তপস্যা করেছো। অনেক পয়সা খরচ করেছো। এই বাবা কাদেরকে বোঝাচ্ছেন, যারা বেঁচে থেকেও মরে গিয়ে বাবার হয়েছে। তো তোমরা বাবার হয়েছো মানে বেঁচে থেকেও মরে গেছো। তাই এখন বাবার সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। এমন নয় যে সেখানে তোমাদের কোনও বার্থ ডে বা বার্ষিক পালিত হবে। এখানে গান্ধীজির কতো ধুমধাম করে পালিত হয়। এমন নয় যে শিববাবা জ্ঞান দিয়ে চলে যাবেন তারপর তোমরা সত্যযুগে তাঁর জয়ন্তী পালন করবে, না। অর্ধেক কল্প যারা শরীর ত্যাগ করবে তাদের বার্ষিক ক্রিয়াক্রম কিছুই করা হবে না। গরুদান করা, পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে ভোগ অর্পণ করা ইত্যাদি হবে না কেননা দান করা হয় এই কারণে যাতে পরের জন্মে পাওয়া যায়। সত্যযুগে তোমরা এই সময়ের প্রারব্ধ ভোগ করো। তাই ভক্তির রীতি-রেওয়াজে পার্থক্য আছে। যারা বুদ্ধিবান হবে তারা এই কথাগুলিকে বুঝতে পারবে আর যারা কল্প পূর্বে বুদ্ধিবান হয়েছিল তারাই আবার হবে কেননা পুনরায় সেই ভূমিকা পালন করতে হবে।

গান শুনেছো - চারিদিকে খুঁজে বেরিয়েছো... তথাপি অনেক দূর থেকে গেছে... বাবা বলছেন তোমরা ভক্তি মার্গে অনেক প্রচেষ্টা করেছো তবুও আমার সাথে মিলিত হতে পারো নি কেননা যখন আমি আসি তখন তো আমার সাথে মিলিত হবে। আমি আসিই প্রতি কল্পের সঙ্গম যুগে। সাধারণ মানুষ বলে দেয় পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন। আবার বলে দেয় পরমাত্মার ২৪ অবতার। তো এটা ভুল তাই না। আমাকে আবাহন করে যে - হে পতিত-পাবন এসো, এসে পতিতদেরকে পাবন বানাও। তো এখন তোমাদের যুদ্ধ হল মায়া রাবণের সাথে। তোমরা কোনও স্থূল যুদ্ধ করো'না। তোমরা রাবণের বিরুদ্ধে জয়ী হও। তাদের মধ্যে মুখ্য যোদ্ধা কে? কাম। তো এই বিকারের উপর জয়ী হতে হবে অর্থাৎ পবিত্র হতে হবে। যখন নিজে পবিত্র হও তো বাচ্চাদেরকেও পবিত্র বানাতে হবে, যাতে তারাও বিশ্বের মালিক হয়ে যায়। যদি এখন তোমরা তাদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করো তাহলে কি প্রদান করবে? মাটি, নুড়ি, কাঁকড়-ই দেবে। আচ্ছা এখন যে আমেরিকা আছে, সেটা আসলে কি? নুড়ি কাঁকড়-সম হয়ে গেছে কেননা এখন সব কিছু বিনাশ হয়ে যাবে। এখন দেখো কিভাবে সবাই মরবে? যেরকম পাহাড়ের উপর যখন বরফের তুফান আসে (হিমবাহ) তখন পশু পাখি সবাই শেষ হয়ে যায়। তো এই বম্বস্-এর তুফানও এইরকম। একদম মশার মতো সবাই মরবে। তোমরা এটা জানো যে তোমরা দেখতে পাবে কিভাবে সবাই মরবে। যুদ্ধে কতো মানুষ মারা যায়। এখানে মৃত্যু সকলের মাথার উপর আছে। সত্যযুগে মৃত্যুর ভয় নেই কেননা সেখানে অকালে মৃত্যু হয় না। তো বাবা এইরকম দুনিয়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। তাই এইরকম বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। ইনি আবার সুপ্রিম টিচার-ও তাই বাচ্চাদেরকে পড়াশোনায় বিশেষ মনোনিবেশ করতে হবে। অনেকেই আছে যারা এই পড়াশোনাকে গুরুত্ব দেয় না। মনে করো কারোর খুব কঠিন দুরারোগ্য অসুখ হয়েছে, মৃত্যু শয্যায় শুয়ে আছে তাকেও ক্লাসে নিয়ে আসতে হবে। বলা হয়ে থাকে - জ্ঞান অমৃত মুখে থাকবে, গঙ্গার ঘাট থাকবে... তখন প্রাণ শরীর থেকে বের হবে। তো পড়াশোনার প্রতি এতটাই গুরুত্ব দিতে হবে। যদি কোনও অবস্থাতেই ক্লাসে নিয়ে যাওয়ার সুবিধা না থাকে তাহলে তাকে ঘরে বসেই শিববাবাকে স্মরণ করাতে হবে। কিন্তু পড়ার প্রতি বাচ্চাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ নেই। বাবা বলেন যে রেজিস্টার নিয়ে এসো তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে কতদূর কে পড়াশোনা করছে, আর বাবা নিজে জিজ্ঞেস করবেন, কে নিজে পড়ে আর অন্যদেরকেও পড়ায়? কেননা এই ধান্দাতে উপার্জন হয় বাকি সব ধান্দা হল ধূলোর মত। ওখানকার ব্রাহ্মণদের কাছে আছে ধর্মগ্রন্থ আর তোমাদের কাছে আছে সত্য। তোমরা সত্যখন্ডের স্থাপনা

করছো।তোমাদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব আছে এইজন্য সতর্ক থাকতে হবে। পরিশ্রম আছে, পড়তে হবে এবং পড়াতেও হবে। এমন নয় কেবল পড়তে হবে। তোমরা প্রবৃত্তি মার্গে আছো, ৮ ঘন্টা যদিও ঘরের কাজ করো। সরকারও ৮ ঘন্টা কাজ করার নিয়ম বের করেছে। আগে যখন রাতে স্টীমার আসতো তখন সারা রাত দোকান খোলা থাকতো আর কাজ চলতো। তোমাদেরকে ঘরের কাজ সম্পূর্ণ করে তারপর এই সেবায় লেগে যেতে হবে। সার্ভিস করতে গভর্নমেন্ট নিজে শেখায়। খাদ্য পাণীয় দেয় তো তার সার্ভিসও করতে হয়। এখানেও তোমাদেরকে বাবা শেখাচ্ছেন তো তোমাদেরকে অন গডলি সার্ভিস করতে হবে। কেবল অনলি সার্ভিস নয়। অনলি হয়ে গেল কেবল নিজের বুদ্ধির, নিজেকে পবিত্র বানাতে হবে। কিন্তু আমাদেরকে তো ভারতকে স্বর্গ বানাতে হবে। তো তোমাদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব আছে। যেরকম লৌকিক সেনাদের উপর অনেক দায়িত্ব থাকে। চিফ কমান্ডার, ক্যাপ্টেন প্রমুখদের উপর অধিক দায়িত্ব থাকে। এখানেও এইরকম। যে সমস্ত ভালো ভালো বাচ্চারা সেন্টার খোলে তারা হয়ে গেল কমান্ডার। তো তাদের উপর দায়িত্ব আছে। তো এইভাবে প্রত্যেককে দেখতে হবে যে আমি সেবা ছাড়া কোথাও ডিস-সার্ভিস করছি না তো। অনেক বাচ্চা আছে যারা ভাই-বোনদের উপর রাগ করে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। এটা বুঝতে পারে না যে পড়া ছেড়ে দিলে, গুরুর নিন্দক হলে কোনও পদ পাবে না অর্থাৎ সত্যযুগে উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে না। এখানে বাবা বাচ্চাদের রেজিস্টার দেখতে চাইছেন, তা দেখে বাবা বুঝে যাবেন। যেরকম স্কুলে বাবা, টিচার রেজিস্টার দেখে বুঝে জান যে এই বাচ্চা কতদূর পড়বে! কোনো কোনো বাচ্চা আছে যারা সারাদিন খেলতে থাকে আর ছুটির সময়ে ঘরে ফিরে এসে বলে আমি পড়াশোনা করে আসছি। অনেকের মা বাবা তো রেজিস্টারও দেখে না, তাই তারা জানতেও পারে না। আবার অনেকের বাবা মা বাচ্চাদের প্রতি সতর্ক থাকে তো বাচ্চাদের পড়াশোনাও ভালো হয়। এখানে শিববাবা হলেন অন্তর্যামী। সাকার বাবাকে রেজিস্টার দেখাতে হবে। বাচ্চা বলে যে বাবা এমন তুফান আসে। বাবা বলেন যে এই তুফান তো আসবেই। এইসব তুফান প্রথমে আমার কাছেই আসে কেননা যতক্ষণ এনার অনুভব না হবে ততক্ষণ ইনি বাচ্চাদের বোঝাবেন কি করে! আচ্ছা তোমাকে মায়া সারারাত হয়রানি করেছে, ঘুমাতেও

দেয়নি, সময় ব্যর্থ নষ্ট করেছে! এটাই হল ওর কাজ, অবশ্যই আক্রমণ করবে। এরজন্য তোমাদের কাজ হল বাবাকে এতটা স্মরণ করে মায়াকে দূর করা। এমনও অনেক বাচ্চা আছে যারা অল্প মায়ার প্রভাবেই প্রভাবিত হয়ে চলে যায়, যেরকম কবিরাজ বৈদ্য বলে দেয় এই ওষুধ খেলে অসুখ বাড়তে পারে। কিন্তু কেউ কেউ এমনও হয় যে একটু রোগের পরিমান বৃদ্ধি হলেই এই বৈদ্য ছেড়ে অন্য বৈদ্যের কাছে চলে যায়। এখানেও এইরকম। জ্ঞান ছেড়ে সাধু-সন্তদের কাছে চলে যায়। তারপর এসে বলে যে সবাই তো বলে যে গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো, বিবাহ করো। আর তোমরা বলো বিবাহ করে পবিত্র থাকো। এটা আবার কিরকম প্রতিবন্ধকতা! আরে তুমি বলেছিলে যে আমি গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে রাজা জনকের মতো জীবন্মুক্তি পেতে চাই, তাই তো তোমাকে প্রবৃত্তিতে থেকেও পবিত্র থাকতে হবে। কেউ কেউ তো বলে যে কথাটা ঠিক। আমাদের লক্ষ্য অনেক উচ্চ। এরকম বলে ভয় পেয়ে যায়। উঁচুতে তো যেতেই হবে তাই না। দিলওয়ারা মন্দিরেও আছে যে, নিচে তপস্যা করছে, উপরে তাদের প্রালব্ধ স্বর্গ আছে। তো লক্ষ্য উঁচু তো আছেই। বলা হয় যে উপরে উঠলে প্রেম রস চাখতে পারবে... মানে বৈকুন্ঠ রস, পড়ে গেলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এইজন্য অনেক সাবধানতার সাথে চলতে হবে। ভয় পাবে না।

মানুষ বলে থাকে এ হল গীতার অথরিটি । আজকাল অনেক রকমের গীতাও আছে। টেগোর গীতা, গান্ধী গীতা ইত্যাদি... আজকাল বাড়ির লোকজনের থেকে কোনও কারণে রুষ্ঠ হয়ে গেলে গীতার ব্যাখ্যা লিখতে বসে যায় আর ব্যাখ্যাকার হিসেবে নিজের নাম তাতে দিয়ে দেয়। একটা গীতাতে তো লেখা ছিল যে বেগুন খেলে এই ক্ষতি হবে, ভেন্ডী খেলে ঐ হবে...। এই বাবাও রোজ গীতা পাঠ করতেন। যেখানেই যেতেন, রাজাদের কাছে গেলেও গীতা পাঠ অবশ্যই করতেন। মানুষ মনে করে প্রকৃত ভক্ত কাউকে ঠকায় না। কিন্তু স্বয়ং ভক্ত যতখানি ঠকে, এতটা আর কেউ ঠকে না। তো বাবা বলেন - বাচ্চারা ঈশ্বরীয় পড়াশোনাকে ছেড়ে দিও না। নাহলে মায়া অজগর খেয়ে ফেলবে, তারপর পস্তাতে হবে। যখন ধর্মরাজপুরীতে এক এক জন্মের সাক্ষাৎকার করতে করতে দন্ড ভোগ করে, সে আর বলার নয়। মুক্তি আর জীবনমুক্তিকে তো কোনো মানুষই জানে না। কেননা তারা মনে করে যে সুখ হল কাক বিষ্ঠার সমান। তাই মনে করে যে স্বর্গের সুখও এইরকমই হবে। কারণ শুনেছে যে ত্রেতা যুগেও সীতা (হরণের মতো দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল) হরণ হয়েছিল, সেখানেও তো দুঃখ। এখন তোমরা জানো যে স্বর্গে এই সব কোনো কিছুই হয় না। এসব হল ভারতেরই কাহিনী। বাকি যে ধর্ম গুলি আছে সেগুলো হল (সৃষ্টি রুপী) ড্রামার মধ্যে বাইপ্লট। ভারতবাসীদেরই ৮৪ জন্ম হয়, অন্য ধর্মের লোকেরা ৮৪ জন্ম নেয় না। বলা হয় আত্মা পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল... এর অর্থও মানুষ জানে না। গাইতে থাকে, কিন্তু জানে না কিছুই। এই ব্রহ্মাও তো বেগার ছিল না? ইনিও তো অনেক গুরু করেছিলেন। কিন্তু সবাই হল ঠগ। সেই কারণেই তো বাবা বলেন যে,

সর্ব ধর্মানি পরিত্যাজ্য... ওরা তো এর অর্থ জানেই না। যদিও গীতা পাঠ করে, কিন্তু তা হলো সেই জংলী তোতা পাখির মতো। আর তোমরা খুব ভালো ভাবে পড়াশোনা করে বিজয় মালাতে গাঁথা পড়বে। জগতের মানুষ এ'সব কথা কী জানবে। তাদেরকে তোমরা যদি লিটারেচর দাও তারা সে' সবফেলে দেবে। তারা জ্ঞান রত্নের বিষয়ে কি জানবে। তোমরা বাচ্চারা যারা কল্প পূর্বে দেবতা ধর্মের ছিলে, এখন তারাই ব্রাহ্মণ হয়েছো। যারা এখন দেবতা হবে তারাই কল্প-কল্প নম্বর ক্রমানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী দেবতা হবে, অন্যরা তো দেবতা হতে পারবে না। এই স্যাপলিং এখন লাগছে। জাগতিক গভর্নমেন্ট তো কাঁটার স্যাপলিং লাগায়। এখানে পান্ডব গভর্নমেন্ট দেবতা ধর্মের স্যাপলিং লাগায় । কতখানি তফাৎ হয়ে যায় । যখন দেবতা ধর্মের স্যাপলিং লাগানো হয়ে যাবে তখনই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। তো বিনাশের আভাস তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছো যে কীভাবে যবনদের আর কৌরবদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধবে, ড্রামানুসারে, নাথিং নিউ। কোনো নতুন কথা নয়। নাহলে কেন বলা হবে যে রক্তের নদী বইবে। কোনো হিন্দু থোড়াই নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে নাকি! এই আঘাত হলই যবনদের আর কৌরবদের। আর আমরাও এই যুদ্ধে রয়েছি। উই আর অ্যাট ওয়ার। যেমন ওখানেও কমান্ডার দেখেন না যে যুদ্ধ ঠিক মতো হচ্ছে কি হচ্ছে না? কেউ ট্রেটর (বিশ্বাসঘাতক) নেই তো? ট্রেটর হলে তার শাস্তিও গুরুতর হয়। তো এখানেও হল সেইরকম। কেউ যদি বাবার হয়ে ট্রেটর হয়ে যায় তবে ধর্মরাজপুরীতে অনেক ভারী শাস্তি পেতে হবে। বাচ্চারা সাক্ষাৎকারও করেছে। যখন কাশী কলবট খায়, বলী চড়ে, সেই সময় অনেক জন্মের পাপের দন্ড ভোগ করে। তারপর পরের জন্মে নতুন করে কর্ম করা শুরু করে। মুক্তিতে তো কেউ যায় না। বলে অমুকে পার নির্বাণে গেছেন। কিন্তু কেউই যায় না। বাবাকে আহ্বান করে - পতিত পাবন এসো। সকলের সদ্গতি দাতা হলেন একজনই। এটা তো বোঝার মতো বিষয়, তাই না? বাবা আসেন তো অনেককে গতি সদ্গতি প্রদান করে যান। পরমাত্মা এখন অর্ডিনেন্স বের করেছেন যে, পবিত্র হও। মানুষ বলে তাহলে দুনিয়া কীকরে চলবে? আরে তোমরা তো বলো যে খাবারের অভাব, প্রজা কম হওয়া দরকার। তারপরেও বলো যে দুনিয়া কীভাবে চলবে? বাচ্চারা, সবাইকে খুব ভালো ভাবে বোঝানো উচিত । আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) ঘরের কাজ করেও সময় বের করে রুহানী সেবা অবশ্যই করতে হবে । নিজেকে সার্ভিস বাড়ানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত ভাবতে হবে। ডিসসার্ভিস করা চলবে না।

২) পড়াচ্ছেন স্বয়ং সুপ্রীম টিচার, সেইজন্য পড়াশোনার প্রতি অনেক অনেক কদর রাখতে হবে। কোনো অবস্থাতেই পড়া মিস্ করা যাবে না।

বরদানঃ- একাগ্রতার অভ্যাসের দ্বারা মন-বুদ্ধিকে অনুভবের সীটে সেট করে নির্বিঘ্ন ভব

একাগ্রতার শক্তি সহজেই নির্বিঘ্ন বানিয়ে দেয় । এর জন্য মন আর বুদ্ধিকে কোনো না কোনো অনুভবের সীটে সেট করে দাও। একাগ্রতার শক্তি স্বতঃতই "এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়" - এই অনুভূতি করায় । এতে সহজেই একরস স্থিতি হয়ে যায় । সকলের প্রতি কল্যাণের বৃত্তি থাকে, একাগ্রতার অভ্যাসের দ্বারা ভাই-ভাই এর দৃষ্টি থাকে। তাকে কোনো রকমের দুর্বল সংস্কার, কোনো আত্মার প্রকৃতি, কোনও প্রকারের রয়্যাল মায়া আপসেট করতে পারে না।

স্লোগানঃ- সেকেন্ডে বিস্তারকে সারে মিশিয়ে দেওয়ার অভ্যাসই অন্তিম সার্টিফিকেট এনে দেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;